যায়যায়দিন

তারিখ 12 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ পাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা

যায়যায়দি রিপোর্ট

চলতি অর্থবছরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং ৩২ হাজার শ্রেণীকক্ষ সংস্কার করবে সরকার। সরকারি, নিবন্ধিত ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ হাজার ৬০০ শ্রেণীকক্ষকে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন।

তিনি বলেন, ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ছয়টি করে শ্রেণীকক্ষ করা হবে। এ জন্য চলতি অর্থবছরের মধ্যে নতুন করে ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হবে, সংস্কার করা হবে ভাঙাচোরা কক্ষগুলো। বিদ্যালয়গুলোতে আর জরাজীর্ণ কোনো শ্রেণীকক্ষ থাকবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য গ্রাম এলাকায় তিনতলা, পৌর এলাকায় চারতলা এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় ছয়তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী। স্কুল ভবন প্রশস্ত করতে গেলে খেলার মাঠ কমে যাবে। তাই আমরা বহুতল ভবন নির্মাণের ওপর জোর দিচ্ছি।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সারাদেশে ৩৭ হাজার ৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০ হাজার ১৬৯টি নিবন্ধিত এবং ৩ হাজার ১৩৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৭২টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ লাখ ২৫ হাজার ৫৭৭টি; নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৩ হাজার ৭৪০টি এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ হাজার ২৫৫টি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সাম্প্রতিক এক জরিপে সারাদেশে ২১ হাজার ৬০০ শ্রেণীকক্ষকে ব্যবহারের

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৭ শতাংশ শ্রেণীকক্ষই ব্যবহারের অযোগ্য

অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ হাজার ৯৬৩টি, নিবন্ধিত ৫ হাজার ৪৯৭টি এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২০০ শ্রেণীকক্ষ অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৭ শতাংশ শ্রেণীকক্ষই ব্যবহারের অযোগ্য। এছাড়া নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১ শতাংশ শ্রেণীকক্ষ ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় চলতি অর্থবছরের মধ্যে ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে পরের অর্থবছরে বাকিগুলো নির্মাণ করা হবে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকাসহ নয়টি দাতা সংস্থার অর্থায়নে ২০১১-২০১৬ সাল পর্যন্ত ২২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা দপ্তরের উপ-প্রধান ইমতিয়াজ মাহমুদ জানান, প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে সর্বোচ্চ ৫৭ জন শিক্ষার্থীর স্থান সঙ্কুলান করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দুটি পালা (ডাবল শিফট) চালানোর জন্য আরো ৩৯ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে জরিপে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ হাজার ৭১০টি শ্রেণীকক্ষ জরুরিভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৪৪ হাজার ১৭৮টি শ্রেণীকক্ষে ও ছোটখাট মেরামত প্রয়োজন। ইমতিয়াজ বলেন, সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭১ হাজার টয়লেট এবং পানির উৎস তৈরি করারও সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী মোতাহার বলেন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য অবশ্যই আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। চাহিদা অনুযায়ী শিগগিরই নতুন টয়লেট ও পানির উৎস তৈরি করা হবে।